উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তারিখ: ৩১/০১/২০২৪

চিহ্নিত সেবার নাম: জেলে নিবন্ধন কার্যক্রম সহজীকরণ

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে):

- জেলেরা উপজেলা মৎস্য অফিসে আসে ও নিবন্ধনের বিষয়ে জানতে চায়।
- জেলেদেরকে জানানো হয় যে, নিবন্ধন কার্যক্রম সব সময় হয় না, যখন হবে তখন জনানো হবে, একটি আবেদন জমা দিন।
- আবেদন জমা না দিয়ে জেলের প্রস্থান করেন।
- অল্প সময়ের মধ্যে যখন তাড়াতাড়ি কাজটি করা হয়, তখন অনেকে জানতে পারেনা যে, জেলে নিবন্ধনের কাজটি হচ্ছে।
- এতে করে অনেক জেলে নিবন্ধনের বাইরে থেকে যায় অথবা সঠিক তদারকীর অভাবে অমৎস্যজীবি জেলে হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেসম্যাপ):

শুরু
↓
মৎস্য অফিসে আগমন
↓
জেলে নিবন্ধনের বিষয়ে জানতে চাওয়া
↓
নিবন্ধন যখন হবে তখন জানাব, আবেদন জমা দিন
↓
আবেদন জমা না দিয়েই জেলের প্রস্থান
↓
অল্প সময়ে যখন তাড়াতাড়ি কাজটি করা হয়, তখন অনেকে জানতে পারেনা যে, জেলে নিবন্ধনের কাজটি হচ্ছে, ফলে অনেকে বাদ পরেন।
↓
শেষ

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পিছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
শতভাগ জেলেকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে না পারা	১। উপজেলা মৎস্য অফিসের জনবল স্বল্পতা ২। বিদ্যমান সীমিত জনবল দিয়ে সঠিক তদারকী করতে না পারা ৩। সাধারণ মানুষের জেলে হিসেবে নিবন্ধনের প্রবনতা ৪। জনপ্রতিনিধিদের স্বজনপ্রীতি ও ক্ষেত্র বিশেষে অসহযোগিতা ৫। নিবন্ধনের বিষয়ে প্রচারের অভাব ৬। কোন কোন ক্ষেত্রে জেলেদের নিবন্ধনে অনীহা ও সহযোগিতা	১। জেলে হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ২-৩ বছর সময় লাগে। ২। অফিসে আসতে জেলেদের ১০০-১৫০ টাকা খরচ হয়। ৩। নিবন্ধনের জন্য জেলেদের কয়েকবার মৎস্য অফিসে আসতে হয় (২-৩ বার)।

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

শতভাগ জেলেকে নিবন্ধনের আওতায় আনা একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ, জেলেরা জানতে পারেনা কখন নিবন্ধনের কাজ হয়, কি পাব/ না পাব এই হিসাব কষে ক্ষেত্র বিশেষে জেলেদের অনীহা ও অসহযোগিতা, মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতা, জনপ্রতিনিধিদের অসাধুতা ও অসহযোগিতা ইত্যাদি। এতে করে সত্যিকার সকল জেলেকে নিবন্ধনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছেনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অমৎস্যজীবি জেলে হিসেবে নিবন্ধিত হচ্ছে।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে):

- উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড হতে ৩ জন করে জেলে বাছাই করা (যদি সম্ভব হয়) যারা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সকল জেলেকে ভালোভাবে চিনে ও জানে।
- জেলে নিবন্ধনের জন্য একটি আবেদন ফরম তৈরী করা, যা উপজেলা মৎস্য অফিস, জনপ্রতিনিধি ও দপ্তরের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে
- আবেদন ফরম সংগ্রহ করে জেলেরা আবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্য ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবেদনকারী জেলের বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন যে, তিনি সত্যিকার জেলে কিনা।
- প্রতি ইউনিয়নে একটি নির্দিষ্ট দিন জেলে প্রতিনিধি, ওয়ার্ড সদস্য, দফাদার, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, চেয়ারম্যানসহ মৎস্য অফিসের প্রতিনিধি বসে জনসমক্ষে সকল আবেদন যাচাই বাছাই করা।
- চুড়ান্তভাবে বাছাইকৃত জেলেদের তালিকা গণনাকারীকে সরবরাহ করা
- একটি নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপজেলা মৎস্য অফিসে এসে অথবা ইউনিয়নে জেলে নিবন্ধন ফরম পূরণ, ছবি তোলা ও অন্যান্য কাজ শেষে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেসম্যাপ):

শুরু
↓
প্রতিটি ওয়ার্ড হতে ৩ জন করে জেলে প্রতিনিধি বাছাই করা (যদি সম্ভব হয়)
↓
জেলে নিবন্ধনের জন্য আবেদন ফরম তৈরী করা যা মৎস্য অফিস, জনপ্রতিনিধি ও দপ্তরের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে
↓
জেলেরা আবেদন ফরম সংগ্রহ করে পূরণপূর্বক তা ইউনিয়ন পরিষদ/মৎস্য অফিসে জমা দিবেন
↓
নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও অফিসে জমা হওয়া সকল আবেদন জেলে প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা ও যাচাইকৃত তালিকা গণনাকারীকে সরবরাহ করা
↓
গণনাকারীর মাধ্যমে জেলে নিবন্ধন ফরমপূরণ ও নিবন্ধনকরণ
↓
শেষ

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: জেলে নিবন্ধন কার্যক্রম সহজীকরণ

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++):

	সময়(দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	২-৩ বছর	১৫০	৩
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৬ মাস	৫০	১
মোটপার্থক্য	২-২.৫ বছর	১০০	২
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মানবৃদ্ধি কিংবা অন্যান্যসুবিধা বেড়েছে)			

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

জেলেরা শুধুমাত্র ১ বার মৎস্য অফিসে এসে অথবা না এসে (যদি ইউনিয়ন পর্যায়ে নিবন্ধন ফরম পূরণ করা হয়) জেলে হিসেবে নিবন্ধন করতে পারবেন ও জেলে পরিচয়পত্র পাবেন। এতে সময় ভিজিট ও খরচ অনেক কমবে।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী,কর্মস্থল,মোবাইল):

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: মোঃ মাসুদ রানা পদবী: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্মস্থল: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইল: ০১৭১৬৪০৮৪৩৯	নাম: মোঃ নাইমুল হক পদবী: সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা কর্মস্থল: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইল: ০১৭১৯০৩৫৫৯১	নাম: মোঃ মোস্তাক আলী পদবী: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর কর্মস্থল: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইল: ০১৭১৭২৯১৬৮৯	নাম: সুকুমার রয় পদবী: লিফ, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প, কর্মস্থল: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইল: ০১৭৬৭৭২৪২৮০	নাম: শাহরিয়ার সুলতান সাগর পদবী: অফিস সহায়ক কর্মস্থল: সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোবাইল: ০১৩১৭৩৮৫৫৮৪

স্টেক হোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ জড়িত):

আইডিয়ার অনুমোদনকারী: মোঃ মাহবুবুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পার্টনার: -	পরামর্শক/সহায়তাকারী: সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):

উদ্ভাবনীআইডিয়াপাইলটিং-এরকর্মপরিকল্পনা:

কাজ	কেকরবে?	সময়কাল (মাস/তারিখ)					
		ফেব্রুঃ	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই
অনুমোদনকারী/উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	দলনেতা	→					
চূড়ান্ত পাইলটিং টিম গঠন ও তাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	দলনেতা	→					
সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	টিম		→				
সেবাগ্রহীতাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহন	টিম		→				
সকল পর্যায়ের মতামতসমূহের সংকলন ও আইডিয়াটি চূড়ান্তকরণ	টিম		→	→			
আবেদন ফরম তৈরী ও বিতরণ	টিম		→	→			
কার্যক্রম বাস্তবায়ন	টিম				→	→	

৩১/০১/২০২৪
(মোঃ মাসুদ রানা)
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ।

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বিষয়ঃ জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন।

২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি.., পিতাঃ..., গ্রামঃ.................................., ডাকঘর.................................., মোবাইল নম্বর ...., চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। আমি নদী/বিল/পুকুর (প্রযোজ্যটি রেখে বাকিটুকু কেটে দিন) -এ .... মাস মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করি। আমি একজন প্রকৃত জেলে। জেলে হিসেবে আমার নাম নিবন্ধন ও জেলে পরিচয়পত্র প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

....

(জেলের স্বাক্ষর/টিপসহি)

ওয়ার্ড সদস্যের প্রত্যয়ন:	**জেলে হিসেবে নিবন্ধনের শর্তাবলী:**
আমি সঠিক তদন্তপূর্বক সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত ঘোষণা করছি যে, জনাব ...., পিতাঃ ...., গ্রামঃ......................................, ডাকঘরঃ ...., চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও জানি। তিনি.............মাস মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কাজেই তিনি একজন প্রকৃত মৎস্যজীবি (জেলে)। তার নাম জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও জেলে পরিচয়পত্র প্রদানের সুপারিশ করছি। .... (সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যের স্বাক্ষর ও সীল)	**১। সত্যিকার অর্থে জেলে হতে হবে, অর্থাৎ বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময় বিল/নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরে তা বিক্রয় করে বা অন্যের পুকুরে মাছ ধরে প্রাপ্ত পারিশ্রমিক দিয়ে সংসার চলানো** ২। নির্ভুলভাবে আবেদন পত্রটি পূরণ করা। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি- ১ কপি ৪। পাসপোর্ট সাইজের স্পষ্ট ছবি- ২ কপি ৫। নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি- ১ কপি ৬। দলনেতা হলে, ১ জন সাথী জেলের নাম:................................... মোবাইল নম্বর: .... **অথবা,** দলনেতা না হলে, দলনেতার নাম: .... মোবাইল নম্বর: ....

ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের মতামত:

আমি যথাযথভাবে যাচাই করে বিশ্বস্ততার সহিত জানাচ্ছি যে, উপরে বর্নিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জেলে/ জেলে নয় (প্রযোজ্যটি রেখে অন্যটি কেটে দিন)। তাকে জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়ে আমার মতামত নিম্নরূপ (প্রযোজ্যটি রেখে অন্যটি কেটে দিন):

১। জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা সঠিক হবেনা

২। জেলে হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা যেতে পারে

(চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও সিল)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই আবেদন পত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করুন।